ভোরের কাগজ

তারিখ 18 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

চরফ্যাশনে ৬শ' আনন্দ স্কুলে শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত

অমিতাভ অপু/শিপু ফরাজি, *চরফ্যাশন থেকে*

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রস্ক প্রকল্পের ৬শ' আনন্দ স্কুলে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা দেয়ার নামে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর পরিচালিত রিচিং আউট অব চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় ২১টি স্থানীয় এনজিওকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম, ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে উপজেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধেও। কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে লাভবান করতে এসব স্কুলে বরাদ্দ দেয়া হয় বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। সম্প্রতি আরও ৫টি এনজিওকে পূর্বের অনিয়মের ধারাবাহিকতায় স্কুল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দায়িত্ব নেয়া এনজিওগুলোর অধিকাংশই কাগজে-কলমে দায়িত্ব পালন করছে। বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। অনিয়ম তদন্তের জন্য ২ সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করা হলেও গত এক মাসে কোন রিপোর্ট জমা দিতে পারেনি ওই টিম। তদন্তকারী কর্মকর্তা উপজেলা সমাজ সেবা ও কৃষি কর্মকর্তা জানান, তদন্তের জন্য শিক্ষা অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র চাওয়া হলেও তা সরবরাহ না করায় তদন্ত কাজের অগ্রগতি হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ভোলা জেলায় প্রতি বছর কয়েক হাজার শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ছে। এসব শিশুর পুনরায় স্কুলমুখী করতে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ২০০৪ সাল থেকে এই রস্ক প্রকল্প চালু হয়। ২০০৪ সালে সারা দেশে মোট ৬০ টি উপজেলায় ৫ বছরে ৩৯০ কোটি ৭২ লাখ টাকার প্রজেক্ট বাস্তবায়ন শুরু হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ৩৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা, বাকি ৩৫৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও এনডিসি। এনজিও কোষ্ট ট্রাস্ট ভোলার চরফ্যাশন ও নোয়াখালীর

২১টি স্থানীয় এনজিওকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম, ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতির অভিযোগ

নিয়েছে। স্কুলপ্রতি বছরে ২ হাজার টাকা পাচ্ছে তারা। এদিকে রস্ক প্রকল্পের অধীন চরফ্যাশন উপজেলায় আনন্দ স্কুল নামে ৬শ'টি স্কুল পরিচালনার জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় হয়। বিএনপি সরকার আমলে প্রথমে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে ১৬টি বেসরকারি সংস্থা ৪১১টি স্কুল পরিচালনার জন্য দায়িত্ব নেয়। এ বছর আরও ৫টি এনজিওকে একই কায়দায় বাকি ১৮৯টি স্কুল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ৩৫ শিক্ষার্থীর জন্য বছরে জনপ্রতি ব্যয় এক হাজার টাকা, একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন ১২শ' টাকা, তদারকি ও পরিচালনার জন্য স্কুলপ্রতি ৩ হাজার ৫শ' টাকা হিসাবে এক একটি এনজিও বছরে লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ পায়। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের আওতায় দায়িত্ব নেয়া এনজিওগুলো ৪১১টি স্কুলের মধ্যে অর্ধেক স্কুলও ঠিকমতো পরিচালনা করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। লাখ লাখ টাকা লুটপাটের ভাগ পেয়েছেন স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অভিযোগ রয়েছে, মোটা অংকের ঘুষের মাধ্যমে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মইনুল ইসলাম যোগ্যতাহীন এনজিওগুলোকেও স্কুলের বরাদ্দ দিয়েছেন। এই ব্যাপারে কয়েক দফা তদন্তে অনিয়মের সত্যতা পাওয়া যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত এক এনজিও সূত্র জানায়, আগে কিছু অনিয়ম হলেও ওয়ান এলেভেনের পর অনিয়মের মাত্রা অনেক কমেছে। তবে উপজেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস অনিয়মের প্রশ্রয় না দিলে কোন এনজিও

এমপি নাজিম উদ্দিন আলমের পিএস শাখাওয়াত হোসেন দলীয় প্রভাব খাটিয়ে মিতালী নামের একটি কাগজ সর্বস্ব এনজিওর নামে ৫০টি স্কুলের বরাদ্দ নিয়েছে। একইভাবে বিএনপি নেতা বাবুল মালতিয়া কর্মসংস্থান নামে ৭৩টি স্কুলের বরাদ্দ নেয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা নুর ইসলাম নয়নের প্রভাবে এইচডিএস নামে ৫০টি স্কুল, এসওএস নামে ৬৫টি, এইড নামে ৫৪টি, দিশারী নামে ৬০ স্কুল, বিএনপির সহ-প্রচার সম্পাদকের সেভ দ্যা পিপল নামে ৩৫টি স্কুল বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বছরও বাকি ১৮৯টি স্কুলের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে আরও ৫টি এনজিওকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কর্মকুটির এনজিওর নামে ৪০টি, এক আওয়ামী লীগ নেতার শৈকত এনজিওর নামে ৩০টি, জামায়াত নেতা আবুল কালাম আজাদের ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার নামে ২২টি, বর্তমানে ৬শ' স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ২১টি এনজিও। এ দিকে এসব স্কুল বারাদ্দ দেয়ার অনিয়মের অভিযোগ করে নারী সেবা সমিতির পরিচালক শাহনাজ পারুল লিখিতভাবে জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে পছন্দের এনজিওকে স্কুল বরাদ্দ দিয়েছে। তার কাছেও ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন স্কুল বরাদ্দের প্রাথমিক তালিকায় তার এনজিওর নাম থাকলেও টাকা না দেয়ায় তার এনজিওর নাম বাদ দেয়া হয়। এ অভিযোগ রস্ক প্রকল্প কর্মকর্তাদেরও জানানো হয়েছে। এদিকে অভিযোগ রয়েছে কাগজপত্র বিহীন ঘরনীসহ বেশ কিছু এনজিওকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে স্কুল বরাদ্দ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মইনুল হোসেন। আনন্দ স্কুল প্রকল্পের নীতিমালায় রয়েছে, যেসব এনজিও এলাকায় কমপক্ষে ৩ বছর শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সেসব এনজিও এই প্রকল্পের স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পাবে। কিন্তু অনেক এনজিওর ক্ষেত্রে এই শর্ত